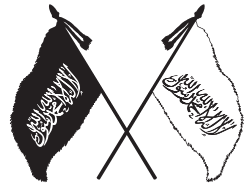

যোগাযোগঃ

হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ

এইচ. এম. সিদ্দিক ম্যানশন (৫ম তলা)
৫৫/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫৫৮৮৫৪, ০১৬৭০ ৭৪৪৭০১

মূল্য : ০৬ টাকা

দ্রব্যমূল্য সংকট:

ইসলামী খিলাফত সরকারের অর্থনৈতিক মডেল

হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ

০৯ সফর, ১৪৩০ হিজরী
০৬ ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ ইং

বাংলাদেশের দ্রব্যমূল্য সংকটের সমাধান : ইসলামের অর্থনৈতিক মডেল

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা আর যাতায়াত সংক্রান্ত খরচ যে কোন একটি পরিবারের জন্য নিয়মিত একটি বিষয়। স্বল্প ও নির্দিষ্ট আয়ের মানুষের জন্য পরিবারের এই মৌলিক চাহিদাগুলো মেটানো পার্থিব জীবনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে যখন বাজারে এই সব পণ্য ও সেবার দাম বাড়তে থাকে, তখন মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য রীতিমত সংগ্রাম করতে হয় – কারণ বাজারের জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্যের সাথে তাল মিলিয়ে পরিবারের বেতন বা আয় বাড়ে না। বাংলাদেশের কোন সরকারই অতীতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম স্থিতিশীল রাখতে পারেনি। সম্প্রতি আমরা দেখেছি যে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ করার অঙ্গীকার করে ক্ষমতায় আসা বর্তমান সরকার ইদানিং তা পাশ কাটানোর চেষ্টা করছে। নির্বাচনের আগে চালের দাম কেজি প্রতি দশ টাকা করার কথা বলে ক্ষমতায় এসে এখন বলা হচ্ছে চালের যুক্তিসংগত দাম কেজি প্রতি বিশ টাকা। যে সরকার পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করে তার কাছ থেকে এর চেয়ে বেশী কি আশা করা যায়? আর পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রকৃতিগতভাবেই অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির জন্ম দেয়।

এমনই এক প্রেক্ষাপটে এই নিবন্ধে আমরা (১) দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির বাস্তবতা, (২) প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আলোকে জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধির মৌলিক কারণসমূহ, (৩) মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে পুঁজিবাদী সমাধানের ব্যর্থতা, (৪) ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তি এবং (৫) দ্রব্যমূল্য সংকটের সমাধানে ইসলামের অর্থনৈতিক মডেল দেশবাসীর সামনে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরতে চাই।

১. দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির বাস্তবতা

বাংলাদেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করার জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (Bangladesh Bureau of Statistics) তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করে থাকে। প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে ২০০৭-২০০৮ সালে মূল্যস্ফীতি (Inflation) ঘটেছিল পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় দশ শতাংশ। এর মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যস্ফীতি ঘটেছে চৌদ্দ শতাংশ এবং খাদ্য-বহির্ভূত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়েছে সাড়ে তিন শতাংশ।[১] পরিসংখ্যানের এই মারপ্যাঁচে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ধারণা পাওয়া যায় না এবং মূল্যস্ফীতি গণনা করার এই প্রক্রিয়া নিয়ে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। বরং পরবর্তী পৃষ্ঠার টেবিল থেকে আমরা আরো পরিষ্কার চিত্র পাই:

দ্রব্য (কেজি বা লিটার)	২০০১ গড়	জানুয়ারী ১১ ২০০৭	জানুয়ারী ২০০৯	দাম বৃদ্ধির শতকরা হার
মোটা চাল	১৩.৫০	১৮.৫০	২৮	১০৮
চিকন চাল	১৮.৫০	২৪	৩৮	১০৬
আটা	১৩.০০	২৫.৫০	২৬	১০০
সয়াবিন তেল	৪০	৬৫	৯১	১২৭
পেঁয়াজ	২০	১৮	৩৩	৬৫
লবণ	১০	১৩	১৭	৭০
ডাল	৩৯	৬৫	৯০.৫	১৩২
আলু	৮.৫০	১৮	২০	১৩৫

সুত্র : দি ডেইলী নিউ এজ, জানুয়ারী ৭, ২০০৯; টিসিবি ও ক্যাব এর তথ্যসূত্র অনুযায়ী

অর্থাৎ গত আট বছরে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর দাম দ্বিগুণ হয়েছে। অথচ এই সময়ে একই হারে মানুষের আয় বাড়েনি।

২. প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আলোকে জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধির মৌলিক কারণসমূহ

বিভিন্ন মহল জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধির পিছনে অনেক কারণ উল্লেখ করে থাকেন। মূলতঃ পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিজেই জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধির জন্য দায়ী কয়েকটি কারণে – (১) বাজারে জিনিসপত্রের দাম সম্পর্কে পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি (২) কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনুসৃত মুদ্রা সরবরাহ নীতি (৩) বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর নীতিসমূহ (৪) আন্তর্জাতিক পুঁজিবাজারে ফটকাবাজারী (Speculation) (৫) আন্তর্জাতিক বাজারে মজুতদারী এবং (৬) দেশের অভ্যন্তরে মজুতদারী, পাচার ও সিন্ডিকেট।

২.১ বাজারে জিনিসপত্রের দাম সম্পর্কে পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্যতম প্রবক্তা অ্যাডাম স্মিথ তার বিখ্যাত An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776) বইতে বলেন, "Every individual... neither intends to promote the public interest, nor knows how much he is promoting it ... He intends only his own gain, and he is in this, as many other cases, led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention."

অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তি... গণমানুষের স্বার্থ রক্ষার কোন ইচ্ছা পোষণ করেনা এবং সে জানেও না যে সে গণমানুষের স্বার্থ হাসিলে কতটুকু সহায়তা করছে। ব্যক্তি শুধুমাত্র নিজের লাভ

নিয়ে সদাব্যস্ত। একটি অদৃশ্য হাতের কল্যাণে সে গণমানুষের স্বার্থের পক্ষে ভূমিকা রাখে – যা ব্যক্তি কখনোই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে করে না, করার ইচ্ছাও পোষণ করেনা।

অ্যাডাম স্মিথের এই 'অদৃশ্য হাত' (Invisible Hand) হচ্ছে বাজার - যখন বাজারে অংশগ্রহণকারীরা নিজ নিজ পণ্য ও সেবা সরবরাহ করে এবং চাহিদা প্রকাশ করে, তখনই অদৃশ্য হাতের মাধ্যমে জিনিসপত্রের দাম নির্ধারিত হয়, এতে সরকারের কোন ভূমিকা নেই। ব্যক্তি শুধুমাত্র নিজ স্বার্থ ও লাভ নিয়ে ব্যস্ত – এই রাজনৈতিক দর্শনই বাজার অর্থনীতির বুদ্ধিভিত্তিক ভিত্তি।[২] অর্থাৎ বাজারে চাহিদা ও সরবরাহই দাম ঠিক করবে, শুধুমাত্র এই দামের মাধ্যমে সমাজে সম্পদ বন্টন হবে। গরীব যদি দাম দিতে না পারে তবে সে না খেয়ে থাকবে।

পুঁজিবাদীরা মনে করে বাজার কর্তৃক মূল্য নির্ধারণের এই ব্যবস্থা উৎপাদককে উৎসাহিত করে। কারণ মানুষের সকল কাজের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে বস্তুগত লাভ। মানুষ যে নৈতিক বা আধ্যাত্মিক কারণে কোন কাজ করতে পারে তা পুঁজিবাদে বিশ্বাসীরা কল্পনা করতে পারে না। তারা আরো মনে করে যে মানুষ যত ভোগ করবে, সে তত সন্তুষ্ট ও সুখী। মূল্য নির্ধারণের এই ব্যবস্থা জিনিসপত্রের সরবরাহেও মূল ভূমিকা পালন করে। উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যেকার সম্পর্ক নির্ধারণ করে 'দাম'। এটাই বাস্তব ক্ষেত্রেই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তথা বাজার অর্থনীতির মূল ভিত্তি।[৩] তাত্ত্বিকভাবে, এক্ষেত্রে সরকারের করার কিছুই নেই। সরকার বাজার ব্যবস্থাকে রেগুলেট করে না, শুধুমাত্র বাজারের সুবিধাদি নিশ্চিত করে। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মানুষকে মুনাফার দাস হিসেবে দেখা হয় এবং সরকার সেই ব্যবস্থার রক্ষক ও বাস্তবায়নকারী। সীমাবদ্ধ চিন্তার অধিকারী ও স্বার্থবাদী মানুষ যখন মানুষের জন্য ব্যবস্থা তৈরী করতে চায়, তখন এর চেয়ে ভাল ও উন্নত আর কিইবা সে তৈরী করতে পারে?

২.২ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সরকারের মুদ্রা নীতি

চলমান ব্যবস্থায় সরকারের হাতে টাকা ছাপানোর অসীম ক্ষমতা রয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা সরবরাহের পরিমাণ নির্ধারণ করে তা ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে থাকে। মুদ্রা সরবরাহ নির্ধারণে তাত্ত্বিকভাবে কিছু ফর্মুলা বা নিয়ম অনুসরণ করার কথা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতাসীন সরকারের মনোভাব আর আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর চাপ অনুযায়ী সরকার মুদ্রা সরবরাহের মাত্রা নির্ধারণ করে। সামগ্রিকভাবে জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধির পিছনে মুদ্রা সরবরাহের ভূমিকা একটি উদাহরণ দিলে পরিষ্কার হয়ে যাবে। মনে করুন বাজারে শুধুমাত্র দশ কেজি চাল পাওয়া যায় আর সরকার বাজারে ১০০ টাকা সরবরাহ করেছে। তাহলে প্রতি কেজি চালের দাম নির্ধারিত হবে দশ টাকা। সরকার যদি মুদ্রা সরবরাহ বাড়িয়ে ২০০ টাকা করে, তবে প্রতি কেজি চালের দাম হবে ২০ টাকা। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে যত দ্রুত মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা যায়, বাজারে তত দ্রুত জিনিসপত্রের যোগান দেয়া সম্ভব নয়। সুতরাং সরকারের অনুসৃত মুদ্রা নীতি প্রাথমিকভাবে বাজারের মুল্য বৃদ্ধি বা

মুদ্রাস্ফীতির জন্য দায়ী। আর নির্দিষ্ট আয়ের মানুষের বেতনও সরকার তাৎক্ষণিকভাবে বৃদ্ধি করে না বলে জনগণের প্রকৃত আয় কমে যায়। সরকারের এই সিদ্ধান্তগুলো সম্পর্কে জনগণকে অন্ধকারে রাখা হয় এবং এভাবে প্রকৃতপক্ষে গরীব জনগণকে বোকা বানানো হয় ও আরো গরীব করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, "Bangladesh Bank is pursuing monetary policy that supports high economic growth along price stability." অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংক এমন মুদ্রানীতি অনুসরণ করছে যা অধিকতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হবে, সাথে সাথে জিনিসপত্রের দাম স্থিতিশীল থাকবে। এটা স্পষ্ট যে সরকারের প্রাথমিক উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি; বাজারে জিনিসপত্রের দামের স্থিতিশীলতা সরকারের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির টার্গেট অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রা সরবরাহ সম্প্রসারণ করে অথবা সংকোচন করে। নিচের টেবিল থেকে বোঝা যায় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকও স্বীকার করে যে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি করলে দেশে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে:

বছর	০১-০২	০২-০৩	০৩-০৪	০৪-০৫	০৫-০৬	০৬-০৭	০৭-০৮
মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি (%)	১৩	১৫.৬	১৩.৮	১৬.৮	১৯.৫	১৭	১৮
মুদ্রাস্ফীতি (%)	২.৮	৪.৪	৫.৮	৬.৫	৭.১	৭.২	১০

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

এটা সবারই জানা যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পুরো সুবিধা পান সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণী। আর মূল্যস্ফীতির যাঁতাকলে পিষ্ট হয় দেশের গরীব জনগণ। যেহেতু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সরকার নিজের ইচ্ছামত মুদ্রা সরবরাহ করতে পারে, তাই মৌলিকভাবে এই মুদ্রাব্যবস্থা অস্থিতিশীল।

২.৩ বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর নীতিসমূহ

পৃথিবীর অন্যতম উর্বরা জমির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আমরা কেন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যাপারে আমদানী নির্ভর – এ প্রশ্নটির উত্তর আমাদের জানা দরকার। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর মত সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাসমূহের চাপে আমাদের শাসকগোষ্ঠী বিগত দশকগুলোতে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তন করেছে। স্বনির্ভর অর্থনীতির পরিবর্তে তারা পরনির্ভরশীল অর্থনীতি দেশবাসীকে উপহার দিয়েছে। দিনের পর দিন কৃষি থেকে সকল প্রকার সহায়তা সরিয়ে পাশ্চাত্যের অর্থনীতিকে সহায়তা দেবার জন্য প্রয়োজনীয় শিল্প ও সেবাখাতকে উৎসাহিত করেছে সকল সরকারগুলো। এছাড়াও জ্বালানীর ক্ষেত্রে দেশের গ্যাস ও কয়লা ব্যবহারের পরিবর্তে এখনও বিপুল পরিমাণ তেল আমদানী করে বিদেশীদের উপর নির্ভরশীলতা বজায় রেখেছে বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী। বাংলাদেশের জ্বালানী

চাহিদার ৭৫ শতাংশ পূরণ হয় অভ্যন্তরীণভাবে। তাহলে বাকী ২৫ শতাংশের জন্য আমরা কেন বিদেশী তেলের উপর নির্ভরশীলতা বজায় রাখব?

২.৪ আন্তর্জাতিক বাজারে ফটকাবাজারী (Speculation)

আন্তর্জাতিক বাজারে ফটকাবাজারীর কারণে এবং ডলারের মূল্যপতনের ফলে গত বছর বিশ্বব্যাপী তেল ও খাদ্যদ্রব্যের দাম বেড়ে গিয়েছিল। এক্ষেত্রে একজন আর্ন্তজাতিক বাজার বিশ্লেষকের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারেঃ "Gratsiano observes: loss of confidence in the dollar has pushed the investment funds to look for higher returns in the basic goods... first of all in metals and then in foodstuffs."[৪] অর্থাৎ ডলারের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলায় বিনিয়োগ ফান্ডগুলো অধিকতর মুনাফার জন্য মৌলিক জিনিসের প্রতি নজর দেয়... প্রথমে ধাতব সামগ্রী ও পরে খাদ্যদ্রব্য। দেখা গেছে যে খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে বিশ্ব জুড়ে খাদ্যসামগ্রী বা তেলের দাম দ্বিগুণ-তিনগুণ হয়েছে। আমাদের মনে আছে চালের দাম টন প্রতি এক হাজার ডলার আর তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১৪৭ ডলার হয়েছিল। অথচ এই এত অল্প সময়ে মানুষের খাদ্য বা তেলের চাহিদা নিঃসন্দেহে একই হারে বাড়েনি।

২.৫ আন্তর্জাতিক বাজারে মজুতদারী

আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা ও সরবরাহের ভারসাম্যহীনতাকে যারা খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির মূল কারণ হিসেবে দেখায়, তাদের জানা দরকার যে ২০০৭ সালে বিশ্বব্যাপী খাদ্য উৎপাদন হয়েছিল ২.১৩ বিলিয়ন টন আর মানুষের চাহিদা হচ্ছে ১.০১ বিলিয়ন টন। আর ২০০৮ সালে ধারণা করা হয়েছে যে বিশ্বব্যাপী খাদ্য উৎপাদন হবে ২.৩ বিলিয়ন টন আর মানুষের চাহিদা হবে ১.৫ বিলিয়ন টন।[৫] শুধু মজুতদারী নয়, দাম ধরে রাখার জন্য তথাকথিত উন্নত বিশ্ব তাদের উৎপাদিত পণ্য সাগরে ফেলে দেয় অথচ একই সময় পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটায়। অর্থাৎ চাহিদা ও সরবরাহের সামঞ্জস্যহীনতা মূল্য বৃদ্ধিতে কোন ভূমিকা রাখার কোন কারণ নেই। একই কথা তেলের জন্যও প্রযোজ্য।

২.৬ দেশের অভ্যন্তরে মজুতদারী, পাচার ও সিন্ডিকেট

বাংলাদেশের বাজারে জিনিসপত্রের দাম নির্ধারণে সিন্ডিকেটের ভূমিকা অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই। ২০০৭ সালের মে মাসে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে দেয়া একটি রিপোর্টে পরিষ্কারভাবে বলা হয় যে শুধুমাত্র চালের বাজারেই রাইস মিলগুলো ব্যাপক মুনাফা করে। সাধারণ মানুষ যে দামে চাল কেনে, চাল কলগুলো তার তেইশ শতাংশ মুনাফা করে আর অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীরা আরো তেইশ শতাংশ মুনাফা করে। কৃষকও ধান উৎপাদন করে এত মুনাফা করতে পারে না। গম, ভোজ্যতেল ও পেঁয়াজ-এর বাজারেও একই কথা প্রযোজ্য। এছাড়াও পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে ভেজাল মিশ্রণের বিষয়টিতো আছেই। এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ্য যে সার, ডিজেলসহ যে সব সামগ্রীতে ভর্তুকি দেয়া হয় তা নিয়েও প্রশ্ন

রয়েছে। কৃষক সরাসরি এসব ভর্তুকির সুবিধা পায় না, অনেক ক্ষেত্রে এসব সামগ্রী পার্শ্ববর্তী দেশে পাচার হয়ে যাবার অভিযোগও রয়েছে।

৩. মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে পুঁজিবাদী সমাধানের ব্যর্থতা

যখন সবকিছুর দাম অসহনীয় পর্যায়ে চলে যায় এবং ক্ষমতাসীন সরকার নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে, তখনই সরকার মূল্য নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেয়। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে জিনিসপত্রের দাম নির্ধারণ করে দেয়াকে সমাধান হিসেবে দেখা হয়। এক্ষেত্রে সরকার সাধারণতঃ

১. জিনিসের সর্বনিম্ন দাম ঠিক করে দেয় (Price Floor), যেমন - আমাদের দেশে শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরী (Minimum Wage) ঠিক করে দেয়া আছে। এর পরিণাম হচ্ছে দীর্ঘদিন কর্মরত কর্মচারীদের ছাঁটাই করে নির্ধারিত সর্বনিম্ন মজুরীতে নতুন শ্রমিক নিয়োগ।

২. সর্বোচ্চ দাম ঠিক করে দেয় (Price Cap), যেমন - ঔষধপত্রের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (Maximum Retail Price) নির্ধারণ করে দেয়া আছে। ফলে অনেক ঔষধ প্রস্তুতকারক মুনাফার হার বজায় রাখার জন্য ঔষধের মান কমাতে থাকে।

৩. সুনির্দিষ্ট দাম ঠিক করে দেয় (Fixed Price), যেমন - এখন সরকার সারের দাম ঠিক করে দিয়েছে। এধরণের ব্যবস্থার ফলে যেসব ব্যবসায়িরা আগে উচ্চমূল্যে জিনিস কিনেছিল তারা সাধারণত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দাম নিয়ন্ত্রণের এইসব ব্যবস্থা কালোবাজারী, মজুতদারী ও পাচারের মত সমস্যার জন্ম দেয়। যেমনঃ সার ও ডিজেলে ভর্তুকি দেয়ার ফলে পার্শ্ববর্তী দেশের তুলনায় আমাদের দেশে দাম কম হওয়ায় এই সামগ্রীগুলো পাচার হচ্ছে। এর আগেও আমরা দেখেছিলাম তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখন বাজারে জিনিসের দাম নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে তখন সবাই জিনিসপত্র গুদামে মজুদ করে রাখে। ফলে বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। এখানে আরো একটি বিষয় পরিস্কার হয়ে পড়ে যে পুঁজিবাদী কোন সমাধান একটি পক্ষকে সুবিধা দিলে অপর একটি পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অর্থাৎ সরকারের সিদ্ধান্তের ফলে শ্রমিক বা মালিক, ক্রেতা বা বিক্রেতা, উৎপাদক বা ভোক্তা, আমদানীকারক বা রপ্তানীকারক, সাধারণ মানুষ বা ধনিক শ্রেণী – যে কোন একটি পক্ষ সুবিধা লাভ করবে। উভয় পক্ষ সুবিধা পাবে এমন কোন সমাধান পুঁজিবাদ দিতে পারেনা। যেমন আজকে যখন চালের দাম কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে তখন যেসব কৃষক উৎপাদিত চাল ঘরে রেখেছিল তারা এখন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যখন টাকার মান কমানোর কথা বলা হচ্ছে এর ফলে রপ্তানীকারকরা সুবিধা পাবে আর আমদানীকারকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৪. ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তি

বাজারে জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধির পিছনে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উপরোক্ত ত্রুটিসমূহ এবং এর আদর্শিক ভিত্তি আলোচনা করার পর এবার আসুন আমরা এক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তব সমাধান নিয়ে আলোচনা করি।

৪.১ মানুষের মৌলিক চাহিদা নির্দিষ্ট আর খলীফা তা পূরণ করতে বাধ্য

ইসলাম মানুষের চাহিদাগুলোকে সামষ্টিকভাবে না দেখে প্রত্যেক ব্যক্তির চাহিদাগুলোকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করে। স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক চাহিদা পূরণ না করে সামগ্রিকভাবে পুরো সমাজের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি করা তথা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ইসলামিক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নয়। ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত না করে সবাইকে সমাজ থেকে যেনতেনভাবে তা অর্জন করার জন্য বিচ্ছিন্নভাবে ছেড়ে দেয়না। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা খিলাফত রাষ্ট্রের উপর জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটি নাগরিকের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা – এইসব মৌলিক চাহিদা পূরণকে ফরয বা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। রাসূল (সাঃ) বলেন, **"বাস করার জন্য একটি গৃহ, আব্রু রক্ষার জন্য এক টুকরা কাপড়, আর খাওয়ার জন্য এক টুকরা রুটি ও একটু পানি এসবের চেয়ে অধিকতর জরুরী কোন অধিকার আদম সন্তানের থাকতে পারে না।" (তিরমিযী)**

রাষ্ট্রের নাগরিকের এই মৌলিক চাহিদা পূরণে খলীফা বাধ্য। যদি খলীফা এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন, তবে তার জন্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন রাসূলাল্লাহ (সাঃ)। রাসূল (সাঃ) বলেছেন: **"সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্বন্ধে জবাবদিহি করতে হবে।"** ইমাম (খলীফা) যিনি সর্বসাধারণের উপর শাসক হিসেবে নিয়োজিত তিনিও দায়িত্বশীল, তাকেও তার দায়িত্ব সম্বন্ধে জবাবদিহি করতে হবে।

মা'কিল (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলাল্লাহ (সাঃ) বলেন, **"এমন আমীর যার উপর মুসলিমদের শাসনভার অর্পিত হয় অথচ এরপর সে তাদের কল্যাণ সাধনে চেষ্টা না করে বা তাদের মঙ্গল কামনা না করে; আল্লাহ্ তাকে তাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না।" (মুসলিম)**

সুতরাং খিলাফত রাষ্ট্রে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বা স্থিতিশীল রাখা কোন নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির বিষয় নয়। এটি প্রত্যেক খলীফার সার্বক্ষণিক দায়িত্ব। তিনি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে জনগণের এইসব মৌলিক চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করবেন।

৪.২ সম্পদ যথেষ্ট, সম্পদের বিতরণই মূল অর্থনৈতিক সমস্যা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং জীবন পরিচালনা করার জন্য সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ তিনি সৃষ্টি করে তা মানুষের ব্যবহারের জন্য অর্পণ করেছেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

"তিনিই সে সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমিনে রয়েছে সেই সমস্ত।" [সূরা বাকারা : ২৯]

"এবং আয়ত্বাধীন করে দিয়েছে তোমাদের, যা আছে নভোমন্ডলে ও যা আছে ভূমন্ডলে; তার পক্ষ থেকে।" [সূরা আল জাসিয়া : ১৩]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেছেন,

"যেন সম্পদ তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়" [সূরা হাশর: ৭]

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা বাদ দিলে তার পরিণতি কি হবে সে সম্পর্কেও তিনি সমগ্র মানব জাতিকে সতর্ক করে দিয়েছেন,

"যে আমার বাণী (কুরআন) প্রত্যাখ্যান করবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে পুনরুত্থান দিবসে অন্ধভাবে তুলব।" [সূরা তোয়াহা : ১২৪]

উন্নততর জীবনের পথ প্রদর্শনের লক্ষ্যে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সমগ্র মানবজাতির জন্য কুরআন প্রেরণ করেছেন। তিনি পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমস্যাসহ মানব জীবনের সকল সমস্যার বিস্তারিত সমাধান তুলে ধরেছেন। ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি তথা খিলাফত রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আদেশ ও নিষেধ। এই ব্যবস্থা মানবরচিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সকল ভ্রান্তি আর পক্ষপাতদুষ্টতা থেকে মুক্ত। আর একমাত্র খিলাফত সরকারই অত্যন্ত দ্রুত ও কার্যকরভাবে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সমস্যা সমাধান করার সাথে সাথে গণমানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি নিশ্চিত করতে পরে।

৫. দ্রব্যমূল্য সংকটের সমাধানে ইসলামের অর্থনৈতিক মডেল

খিলাফত রাষ্ট্র দ্রব্য মূল্য স্থিতিশীল রাখার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা গ্রহণ করবে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মুদ্রা নীতি ও বাজার ব্যবস্থার বিপরীতে ইসলামের মুদ্রা নীতি ও বাজার ব্যবস্থা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

৫.১ খিলাফত রাষ্ট্রের মুদ্রানীতি

ইসলাম খিলাফত সরকারকে ইচ্ছামত টাকা ছাপানোর অনুমোদন দেয়না। ফলে সরকারের হাতে মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ তথা ইচ্ছামত সংকোচন ও সম্প্রসারণের নীতি অনুসরণের কোন হাতিয়ার নেই। ইসলাম টাকা ছাপানোর সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় নিয়ম প্রদান করেছে আর তা হলো স্বর্ণ ও রৌপ্যভিত্তিক মুদ্রা ব্যবস্থা। স্বর্ণ ও রূপার উভয়ই নিজস্ব মূল্য রয়েছে, যা বর্তমানে প্রচলিত মুদ্রার নেই। যেহেতু স্বর্ণ ও রৌপ্যভিত্তিক মুদ্রা ব্যবস্থায় সরকার নিজের ইচ্ছামত মুদ্রা সরবরাহ করতে পারেনা, তাই মৌলিকভাবে এই মুদ্রা ব্যবস্থা স্থিতিশীল। এটি শুধু তত্ত্বকথা নয়, ইতিহাসের বাস্তবতা থেকে এর উদাহরণ দেয়া যেতে পারে:

বছর	১৫০৭	১৫৮৯	বৃদ্ধি (শতকরা হারে)
এক স্বর্ণমুদ্রা =	৫৮ রৌপ্যমুদ্রা	৬২ রৌপ্যমুদ্রা	৭

সূত্রঃ www.khilafah.com, The fragility of the financial markets, 25 October 2007

অর্থাৎ যেখানে প্রতি বছর আমাদের দেশে ৫-১০ শতাংশ করে মূল্যস্ফীতি ঘটছে, সেখানে উসমানী খিলাফতের একটি সুদীর্ঘ সময়, আশি বছরেরও অধিক সময়ের মধ্যে মূল্যস্ফীতি ঘটেছে মাত্র ৭ শতাংশ।

অন্যদিকে আমরা দেখেছি যে ২০০১ সালে কারো কাছে ৫০০ টাকা থাকলে সে কিনতে পারতো ৩৭ কেজি চাল আর আজকে একই ৫০০ টাকা দিয়ে কেনা যায় ১৮ কেজি চাল। বিষয়টিকে এভাবে বলা যায় যে জিনিসপত্রের দাম দ্বিগুণ হয়েছে। এই বিষয়টিকে আরেকভাবে ব্যাখা করা যায় যে টাকার ক্রয়ক্ষমতা অর্ধেক হয়ে গেছে। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রে সরকার মুদ্রার মান অর্থাৎ টাকার ক্রয়ক্ষমতা এভাবে কমাতে পারবে না। এবার দেখি ২০০১ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত স্বর্ণের দাম কিরূপ ছিল:

বছর	২০০১	২০০৭	২০০৯	দাম বৃদ্ধি (শতকরা হারে)
স্বর্ণের দাম (টাকা/প্রতি তোলা)	৫,৪৬৮	১৬,৪৪৫	২২,৮৮৭	৩১৯

সূত্রঃ http://www.forex.pk/bullion-rates2.php, প্রতিটি দামের তারিখ ১ জানুয়ারী

অর্থাৎ গত আট বছরে প্রচলিত টাকার বিপরীতে স্বর্ণের দাম বেড়েছে প্রায় চার গুণ। এই সময়ে যদি স্বর্ণভিত্তিক মুদ্রা ব্যবস্থা থাকতো, তবে জিনিসপত্রের দাম অর্ধেক হত, দ্বিগুণ হতো না; অথচ গোটা সময়ে নির্দিষ্ট আয়ের মানুষের আয় স্থির থাকতো। বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে এক তোলা স্বর্ণ দিয়ে ২০০১ সালে চারশত কেজি মোটা চাল কেনা যেত আর ২০০৯ সালে এক তোলা স্বর্ণ দিয়ে আটশত কেজি চাল কেনা সম্ভব। এভাবে সরকার কর্তৃক মুদ্রাস্ফীতির মাধ্যমে গরীবের সম্পদ লুট করার প্রক্রিয়া ইসলাম বন্ধ করে দেয়। এখানে উল্লেখ্য যে খিলাফত সরকারের সময় স্বর্ণ বা রূপার মূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কোন কারণ নেই। ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে বিশ্বে স্বর্ণের সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে বার্ষিক

দুই শতাংশ করে, যে সরবরাহ চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর পৃথিবীতে যে পরিমাণ স্বর্ণ ও রূপা ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের অধীনে রয়েছে তার সামগ্রিক বর্তমান বাজার দর এতো বেশী যে স্বর্ণ বা রূপার মজুতদারী করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

৫.২ চাহিদা মিটাতে ও সরবরাহ নিশ্চিত করতে ইসলামী সমাধান

প্রথমেই আমরা চাহিদা বৃদ্ধির বিষয়টির দিকে আলোকপাত করি। অনেকে যুক্তি দেখান যে দেশে জনসংখ্যা এতো বেড়েছে যে চাহিদার সাথে সরবরাহ তাল মিলাতে পারছে না। তাদের মতে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে আবাদযোগ্য জমি কমছে, সকলের জন্য কর্মসংস্থান সম্ভব হচ্ছে না, শিক্ষা ও চিকিৎসালয়গুলো সংখ্যায় অপ্রতুল ও প্রয়োজনীয় সুবিধা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। যারা জনসংখ্যাকে মূল সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন, তারা স্বাভাবিকভাবেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকেই সমাধান তথা দারিদ্র দূরীকরণ এবং চাহিদা নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসাবে দেখেন।

এক্ষেত্রে পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে মাথা ব্যথা হলে মাথা কেটে ফেলাই সমাধান। দায়িত্ব এড়ানোর এই যুক্তি কখনোই ইসলাম গ্রহণ করেনা। পূর্বেই বলা হয়েছে ইসলামী অর্থব্যবস্থা ব্যক্তির মৌলিক চাহিদা পূরণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। ইসলামী অর্থনীতি মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে খিলাফত রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জন্য মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা বিধান করতে খলীফাকে বাধ্য করে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, **“বাস করার জন্য একটি গৃহ, আব্রু রক্ষার জন্য এক টুকরা কাপড়, আর খাওয়ার জন্য এক টুকরা রুটি ও একটু পানি এসবের চেয়ে অধিকতর জরুরী কোন অধিকার আদম সন্তানের থাকতে পারে না।” (তিরমিযী)**

সুতরাং, চাহিদা নয়, ইসলামের সমাধান জিনিসপত্রের সরবরাহকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। সম্পদের সুষ্ঠু বিতরণকে ইসলাম মূল অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে দেখে। তাই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন,

“যেন সম্পদ তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়” [সূরা হাশর: ৭]

৫.২.১ খিলাফত ব্যবস্থা উৎপাদন বৃদ্ধিতে মনোযোগ দিবে: কৃষিজ পণ্যের ক্ষেত্রে দাম বৃদ্ধির পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন কম হবার বিষয়টি প্রায়শঃ উঠে আসে। এক্ষেত্রে খিলাফত সরকার যে পদক্ষেপগুলো নিবে তা নিম্নরূপ:

১. খাস জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন: খলীফা ভূমিহীন কৃষক, নদী ভাঙ্গনে সর্বহারা মানুষ ও দরিদ্র বেকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে পতিত সরকারী খাস জমি সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করবে।

২. অব্যবহৃত জমি পুনর্বন্টন: খিলাফত সরকার চাষযোগ্য জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যক্তি মালিকানাধীন অব্যবহৃত জমির বিষয়টি গুরুত্ব

সহকারে দেখবে। বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতা হচ্ছে অনেক জমির মালিক নিজেরা নিজেদের জমি ব্যবহার করেন না, অন্যের কাছে 'বর্গা' দেন বা ফেলে রাখেন। জমি ধরে রাখার এই পদ্ধতি ইসলাম অনুমোদন করে না। কেউ যদি নিজ জমি এক নাগাড়ে তিন বছর চাষ না করে, তাহলে খিলাফত সরকার তার জমি এমন কাউকে দিয়ে দেবে যে তা ব্যবহার করতে সক্ষম। ফলে বাজারে জমির সরবরাহ বাড়বে ও দাম কমবে। ভূমি সংস্কার ও পুনর্বন্টন খিলাফত সরকারের একটি চলমান প্রক্রিয়া, যার ফলে সর্বোচ্চ পরিমাণ জমির আবাদ বা ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

৩. সেচের পানি প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ: এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে দেশের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। আর খিলাফত সরকারও আয়ের জন্য কৃষিখাতের উপর নির্ভরশীল। কৃষিজ জমি যদি প্রাকৃতিকভাবে সেচের পানি পায় তবে সরকার উৎপাদিত ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ পাবে। আর যদি সরকার প্রয়োজনীয় পানির ব্যবস্থা করে, তবে সরকার পাবে উৎপাদিত ফসলের আরও অধিক অংশ পাবে। অর্থাৎ সেচের পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য খিলাফত সরকার স্বাভাবিকভাবেই উৎসাহী হবে।

৪. সার, ডিজেল ও বিদ্যুৎ: কৃষি উৎপাদনে এই তিনটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ। এগুলোর উৎপাদন নির্ভর করে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর যা গণমানুষের অধিকার হিসেবে ইসলামে স্বীকৃত। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, **"মানুষ তিনটি বিষয়ে শরিক। পানি, বিস্তীর্ণ চারণভূমি ও আগুন।"** জনগণের দোরগোড়ায় ডিজেল ও বিদ্যুত সরবরাহ করা খিলাফত সরকারের দায়িত্ব এবং এগুলো পাওয়া জনগণের অধিকার। একই কথা সারের জন্যও প্রযোজ্য, কারণ সার প্রাকৃতিক গ্যাস ও অন্যান্য খনিজ উপাদান থেকে তৈরী করা হয়। এক্ষেত্রেও শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক ডিলার নিয়োগ করে সরকার দায়িত্ব এড়াতে পারবে না।

৫. বীজ : পেটেন্ট এর নামে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোকে বীজের মালিকানা-নির্ভর ব্যবসা ইসলাম অনুমোদন করে না। ফলে উচ্চ ফলনশীন ধানের বীজ সকলের কাছে সহজলভ্য হবে এবং সামগ্রিকভাবে দেশে কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

৬. প্রযুক্তি : খিলাফত সরকার জমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কৃষি পদ্ধতি ও প্রযুক্তির আধুনিকায়ন করবে এবং তা কৃষকদের হাতে তুলে দিবে। খিলাফত রাষ্ট্র কোন মধ্যযুগীয় যাজকতন্ত্র (theocratic state) নয় যা সমাজে নতুন নতুন জিনিসের আবিস্কার ও উদ্ভাবনের প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয়। বরং খিলাফত সরকার সর্বোত্তম উৎপাদনের লক্ষ্যে কাজ করবে এবং কৃষিপ্রযুক্তি ব্যবহার করবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন,

"তিনিই সে সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমিনে রয়েছে সেই সমস্ত।" [সুরা বাকারা : ২৯]

খিলাফতের শাসনকালে কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। যেমন সেচের ক্ষেত্রে বাঁধ, জলাধার, পানির কল ইত্যাদি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শুষ্ক আরব মরুভূমি ফসলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কৃষি বিজ্ঞানীরা চাষাবাদের জন্য এমন ম্যানুয়াল তৈরি করেছিলেন যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে কখন কোন জমিতে কিভাবে চাষাবাদ করলে এবং ফসলের যত্ন নিলে সর্বোত্তম উৎপাদন সম্ভব। ইবনে আল বাইতার এর মত বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন প্রজাতির শস্য, গবাদি পশু ইত্যাদি পরিচিত করে তুলেছিলেন। খিলাফতের সময় উদ্ভিদের বিশ্বকোষ (Encyclopaedias on Botany) প্রস্তত করা হয়েছিল যাতে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের বিস্তারিত বিবরণ অত্যন্ত সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়েছিল। এমনকি ইবনে সাইয়ির আল ওয়ারাক (দশম শতাব্দী) ও মোহাম্মাদ বিন হাসান আল বাগদাদীর (দ্বাদশ শতাব্দী) কিতাব আল তাবিখ (The Book of Dishes) নামক রান্নার বই ব্যাপক খ্যাতি লাভ করেছিল।[৬]

৭. অনুদান ও সুদমুক্ত ঋণ: খিলাফত সরকার গরিব কৃষকদেরকে অনুদান বা সুদমুক্ত ঋণ দিবে, যাতে করে তারা জমির যথাযথ ব্যবহার করতে পারে।

এছাড়াও দেশের খনিজ সম্পদ বিশেষ করে তেল, গ্যাস, কয়লা ইত্যাদি জ্বালানী সম্পদ উত্তোলন ও জনগণের মধ্যে এর সুবিধা বিতরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে খিলাফত সরকার। এর ফলে উৎপাদন খরচ কমে আসবে এবং সামগ্রিকভাবে দেশের জনগণ উপকৃত হবে।

কিভাবে খিলাফত সরকার কৃষিখাতে ব্যাপক উন্নয়ন নিশ্চিত করেছিল তার একটি উদাহরণ হচ্ছে আব্বাসীয় খিলাফত। দামেস্কের পরিবর্তে বাগদাদকে খিলাফতের রাজধানী হিসেবে গ্রহণ করার পর তারা কৃষি উন্নয়নে মনোযোগ দেয়। প্রথমে তারা টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী শাসন নিশ্চিত করে। এরপর তারা এই দুই নদীর মধ্যে অসংখ্য সংযোগ খাল কেটে পুরো এলাকার কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লবের সৃষ্টি করে। তারা খাল, বিল, পুকুর ইত্যাদির পাশাপাশি ভূ-গর্ভস্থ পানির চ্যানেলগুলোকে সংযুক্ত করে, ফলে বিশাল এলাকায় পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়। আব্বাসীয় খিলাফতের আমলে ব্যাপক আর্থিক উন্নতির অন্যতম কারণ ছিল কৃষি উৎপাদন থেকে সরকারী আয় এবং কৃষিনির্ভর অর্থনীতির ব্যাপক প্রসার। একটি শক্ত ভিত্তির উপর অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হবার পর স্বাভাবিকভাবে তাঁতশিল্প, চামড়াশিল্প, ধাতবশিল্প ইত্যাদি তখনকার সময়ের ভারী শিল্পের প্রসার ঘটতে থাকে এবং এক দশকের মধ্যে বাগদাদ তৎকালীন সময়ে জানা পৃথিবীতে কনস্টান্টিনোপলের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরীতে পরিণত হয়।

৫.২.২ খলীফা আন্তর্জাতিক বাজারের উপর নির্ভরশীলতা কমাবে: খিলাফত সরকার আন্তর্জাতিক বাজারের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য অর্থনীতিকে নতুন করে ঢেলে সাজাবে এবং প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের মূল্য পতনের সাথে সাথে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি সম্পর্কিত। এছাড়াও বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার ফলে ব্যবসায়ীরা শেয়ার, বন্ড ইত্যাদি থেকে তাদের টাকা সরিয়ে খাদ্য দ্রব্যের ভবিষ্যত (Commodity Futures) উৎপাদনের মধ্যে বিনিয়োগ করেছে। ডলারের পরিবর্তে স্বর্ণ-রৌপ্যভিত্তিক মুদ্রা ব্যবস্থায় এধরণের সমস্যা সহজেই এড়ানো সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে তেল-চাল-গমের দাম আন্তর্জাতিক বাজারে যখন বেড়েছে, সেই একই সময়ে স্বর্ণের দামও বেড়েছে। অর্থাৎ স্বর্ণভিত্তিক মুদ্রা থাকলে আন্তর্জাতিক বাজারেও তেল বা চাল-গমের দাম স্থিতিশীল থাকতো।

৫.২.৩ মজুতদারী, পাচার ও সিন্ডিকেট দমন করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের কাঠামো: ইসলামী রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মত ব্যবসায়ীদের ব্যবসা করার অধিকার কেড়ে নেয় না আর অন্যদিকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মত যে কোন উপায়ে মুনাফা করার জন্য সবকিছু ব্যবসায়ীদের উপর ছেড়ে দেয়না। খিলাফত সরকার প্রথমেই ব্যবসায়ী সমাজের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ সুপ্রতিষ্ঠিত করবে। সৎ ব্যবসায়ী কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের আরশের ছায়ায় স্থান লাভ করবেন বলে রাসূল (সাঃ) ঘোষণা করেছেন। একই সাথে ইসলামী শারী'আহ্ প্রতারণা ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মজুতদারীর মাধ্যমে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি সুস্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করেছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে রাসূল (সাঃ) বলেছেন, **"যে প্রতারণা করে, সে আমাদের কেউ নয়।" (ইবনে মাজাহ ও আবু দাউদ)**

সাইদ ইবনে আল মুসাইয়াব থেকে বর্ণিত যে মুয়াম্মার (রাঃ) বলেছেন যে রাসূল (সাঃ) বলেছেন, **"যে মজুতদারী করে, সে অন্যায় করেছে।" (মুসলিম)**

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, **"যে মানুষের দেহ অন্যায় সম্পদ দ্বারা বৃদ্ধি লাভ করে তা কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না। সেই দেহের উপর জাহান্নামের অধিকার বেশী।" (আহমদ)**

কাজী-উল-মুহতাসিব: সিন্ডিকেট, অসৎ ব্যবসা ও ভেজাল ইত্যাদি কঠোর হস্তে দমন করার জন্য খিলাফত রাষ্ট্রের বিচারক কাজী-উল-মুহতাসিব সব সময় বাজার পরিদর্শন করবেন ও তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নিবেন। রাসূল (সাঃ) একদিন মদিনার বাজারে হাঁটার সময় একটি খেজুরের স্তুপের ভেতর হাত দিয়ে এর মধ্যে আদ্রতা উপলব্ধি করে বুঝতে পারলেন যে স্তুপের উপরে ভাল পণ্য দেখিয়ে নিচের খারাপ পণ্য ঢেকে রাখা হয়েছে। অতঃপর তিনি সাথে সাথে ভেজা খেজুরগুলো উপরে রাখতে নির্দেশ দিলেন, যাতে ক্রেতাগণ প্রতারিত না হন।

৫.৩ বাজারের দাম নির্ধারণ সম্পর্কে ইসলামী ধারণা

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সকলকে তার পছন্দমত দামে জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয় করতে অনুমতি দিয়েছেন আর সরকার কর্তৃক জিনিসপত্রের দামের উপর সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণ নিষেধ করেছে ইসলাম। নিম্নোক্ত হাদীসগুলো থেকে বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে। আবু সাইদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, **"ক্রয় বিক্রয় হবে সম্মতির ভিত্তিতে।" (ইবনে মাজাহ)**

আরেকটি হাদীস যা আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে : **রাসূল (সাঃ) এর সময় একবার জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেল। তখন সাহাবীরা (রাঃ) রাসূল (সাঃ) কে বললেন, আপনি জিনিসপত্রের দাম নির্ধারণ করে দিন। রাসূল (সাঃ) বললেন, 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হলেন সৃষ্টিকর্তা, ধারণকারী, দানকারী, রিজিকদাতা, দাম নির্ধারণকারী; আমি প্রত্যাশা করি যে আমি আল্লাহ্র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবো যেন কেউ অভিযোগ করতে না পারে যে আমি তার উপর রক্ত বা সম্পদের বিষয়ে জুলুম করেছি।'** (আহমদ)

সুতরাং, ইসলামী ব্যবস্থায় সরকার কখনো কোন জিনিসের সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন বা সুনির্দিষ্ট দাম নির্ধারণ করবে না। ফলে সরকার কর্তৃক দাম নির্ধারণের মাধ্যমে কোন সাধারণ ব্যক্তি বা ব্যবসায়ীর ক্ষতিগ্রস্ত হবার কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ আমরা ইতিপূর্বে বলেছি বাজারে যে কোন পণ্যের দাম সরকার কর্তৃক নির্ধারণ একটি পক্ষকে সুবিধা দেয় আর অন্যপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সর্বোপরি, দাম নির্ধারণ করে দিলে কালোবাজারী, সিন্ডিকেট ও জিনিসপত্র পাচারের মত সমস্যা তৈরি হয়। ইসলামী রাষ্ট্রের মুদ্রা নীতি ও পণ্য সরবরাহের উপর গুরুত্বারোপের ফলে জিনিসপত্রের দাম স্থিতিশীল থাকবে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম যাদের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে, খিলাফত সরকার তাদের কাছে পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা নিবে। তাই দুর্ভিক্ষের সময় হযরত উমর (রাঃ) জিনিসপত্রের দাম নির্ধারণ করেননি। বরং তিনি মিশর ও সিরিয়া থেকে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন।

৬. উপসংহার

খিলাফত রাষ্ট্র শুধুমাত্র কৃষির উপর ভিত্তি করে অর্থনীতি গড়ে তুলবে না। খিলাফত রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যই থাকবে সামগ্রিকভাবে একটি আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ে তোলা। তাই শুধু বাংলাদেশের দরিদ্র, ক্ষুধার্ত ও বঞ্চিত মানুষের সমস্যা সমাধান নয়, সমগ্র বিশ্বের বঞ্চিত মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করবে খিলাফত রাষ্ট্র। কৃষিখাতের উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও কর্মসংস্থানের পাশাপাশি দেশের খনিজ সম্পদ বিশেষ করে তেল, গ্যাস, কয়লা ইত্যাদি উত্তোলন ও ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাপক শিল্পায়নের দিকে নজর দিবে খিলাফত সরকার। অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে

শক্তিশালী একটি সরকারই পারে গণমানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি নিশ্চিত করতে ও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী বিশ্ববাসীর কাছে পৌছে দিতে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন,

"তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দিবে, অন্যায় কাজে বাধা দিবে এবং আল্লাহ্'র উপর ঈমান আনবে।" [সূরা আল ইমরান : ১১০]

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন,

"তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রাসুলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) সহকারে, যেন এই দ্বীন অন্যান্য দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন... ।" [সূরা আত্-তাওবাহ্ : ৩৩]

প্রথম ড্রাফট
০৯ সফর, ১৪৩০ হিজরী
ফেব্রুয়ারী ০৬, ২০০৯

---

[১] পয়েন্ট টু পয়েন্ট মুদ্রাস্ফীতি, ইকোনমিক ট্রেন্ডস, বাংলাদেশ ব্যাংক

[২] N Gregory Mankiw, Professor of Economics, Harvard University, Principles of Economics, 2nd ed., pp. 10

[৩] Taqiuddin an-Nabhani, The Economic System in Islam

[৪] 'Q&A: The dollar crisis, rising oil & commodity prices', www.khilafah.com, 26 May 2008

[৫] www.khilafah.com এ প্রকাশিত, মূল সূত্র Food and Agricultural Organization

[৬] 'Islam's contribution to Agriculture and related matters', www.khilafah.com, 15 February, 2008